শত গুণে নবী (ﷺ)

সংকলনঃ

মাহমূদ আকমান

সম্পাদনাঃ

আবূ রোমাইসা মোঃ নূর এ হাবিব

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইনের

লেকচার থেকে সংগৃহীত

আলোকিত প্রকাশনী

শত গুণে নবী (ﷺ)

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০২৪
মুদ্রিত মূল্য: ২৫৮ (দুইশত আটান্ন) টাকা।
অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি, ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া), TazeemShop.com, UmmahBD.com, Sunnah Bookshop, Anaaba Books

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ: **নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ।**

ISBN: 978-984-96117-4-5

www.alokitoboibitan.com | alokitoprokashonibd@gmail.com

সূচীপত্র

❖ ভূমিকা ১১

❖ সংকলকের কথা ১২

❖ সম্পাদকের কথা ১৫

১. সকল নবী, রাসূল (ﷺ) এর উপর ঈমান আনবে. ১৯

২. বিশেষ পাঁচটি বিষয় দান ২০

৩. আসমানী কিতাবের মধ্যে নাসেখ-মানসুখ..... ২১

৪. আমিই সর্বশেষ নবী..... ২২

৫. কুরআন সংরক্ষণ ২৩

৬. কুরআনের বিচ্যুতি অসম্ভব..... ২৪

৭. সাহাবীরা হল এই উম্মতের আমানাহ..... ২৫

৮. হায়াতের কসম..... ২৭

৯. অধিক অনুসারী ২৮

১০. “ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া আহমদ” বলে ডাকেননি... ২৯

১১. অতীতের এবং ভবিষ্যতের পাপ মোচন ৩১

১২. সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-বাকারাহ'র শেষ আয়াত প্রদান ৩৩

১৩. নামের সম্পৃক্ত বা সংযোগ ৩৪

১৪. ধনভান্ডারের চাবি..... ৩৪

১৫. ইসরা ও মেরাজ..... ৩৬

১৬. সালাতে সামনে ও পিছনে দেখতেন ৪৫

১৭. জান্নাতের ভিতরে উচ্চস্থান প্রদান ৪৬

১৮. কবর থেকে সর্বপ্রথম উত্তলন..... ৪৮

১৯. সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়বেন ৪৯

২০. সর্বপ্রথম পুলসিরাত অতিক্রমকারী ৫৩

২১. হাওযে কাউসার প্রদান ৫৮

২২. ঘর ও মেম্বারের মধ্যবর্তী অংশ জান্নাতের বাগান ৬২

২৩. কবুলকৃত দু'আর অধিকারী ৬৩

২৪. হিসাব বিহীন জান্নাত দান ৬৫

২৫. সমস্ত মানুষের স্বাক্ষরদাতা ৬৮

২৬. আহালে বায়াত, তাঁর দাস-দাসীর জন্য
সদকাহ, জাকাত হারাম ৬৯

২৭. সংকীর্ণতা মুক্ত ৭১

২৮. ভালো জ্বীন.....৭৩

২৯. ভুলবশত গোনাহ লেখা হয় না..... ৭৪

৩০. দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর জাগ্রত ৭৬

৩১. হঠাৎ সমূলে ধ্বংস করবেন না ৭৭

৩২. জমিনে আল্লাহর সাক্ষী ৭৮

৩৩. সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ৮০

৩৪. ফেরেশতাদের সাথে কাতারবদ্ধ.....৮১

৩৫. অঙ্গ-প্রতঙ্গে শুভ্রতা দান ৮২

৩৬. এই উম্মত প্রথম পুলসিরাত অতিক্রমকারী..... ৮৩

৩৭. জান্নাতে সবচাইতে বেশি ৮৮

৩৮. সর্বপ্রথম হিসাব প্রদানকারী.....৯০

৩৯. ফজিলতময় জুম্মার দিন প্রদান..... ৯২

৪০. সাওমে বেসাল বা অনবরত রোজা ৯৩

৪১. একাধিক বিবাহকে বৈধ করেছেন.....৯৫

৪২. রাসুল (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ সমস্ত মুমিনদের মা ৯৬

৪৩. সমস্ত মানুষের জন্য রাসুল (ﷺ)-এর স্ত্রীগণকে বিবাহ করা হারাম ৯৭

৪৪. নবী (ﷺ) এর নামে মিথ্যা বললে পরিণাম জাহান্নাম ৯৮

৪৫. নবী (ﷺ) কে ঠাট্টা ব্যঙ্গ করা কুফরি ৯৯

৪৬. নিষ্পাপ ঘোষণা ১০০

৪৭. খলিল-ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর ১০০

৪৮. আসরের পর দুই রাকাত সালাত..... ১০২

৪৯. বিশেষ সময় যুদ্ধ করা বৈধ করেছেন ১০২

৫০. সালাত পেশকারী ১০৫

৫১. হেবা বিবাহ..... ১০৭

৫২. সাহাবীদেরকে এহসানের সাথে ইত্তেবা করা..১০৮

৫৩. ৩০ জন পুরুষের শক্তি প্রদান ১০৯

৫৪. রিসালতের বিশালতা ১১০

৫৫. একযোগে নবী ও রাসূল ১১১

৫৬. উলুল আজম ১১১

৫৭. নবুওয়্যাতের দলিল-কুরআন..... ১১৩

৫৮. ওহীর প্রকারভেদ ১১৩

৫৯. নবুওয়্যাতের বাড়িটা সুসজ্জিত ১১৪

৬০. সকল নবীর নেতা ১১৫

৬১. রব সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী ১১৬

৬২. কালব ধৌত করা ১১৮

৬৩. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ১২৪

৬৪. যিকিরকে সমুন্নত করেছেন..... ১২৮

৬৫. চক্ষু ঘুমায় কিন্তু কালব জাগ্রত..... ১২৮

৬৬. প্রতি ১০০ বছরে দ্বীন সংস্করণ ১৩০

৬৭. মহান শাফায়েতের অধিকারী..... ১৩১

৬৮. আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অনুগত্য ১৩৮

৬৯. আসমানের দরজার উপরে যাওয়া প্রতিবন্ধকতা..... ১৩৯

৭০. জড় পদার্থের সালাম প্রদান ১৪২

৭১. জড় পদার্থ ভালোবাসতেন ১৪২

৭২. জড় পদার্থ আনুগত্য করতেন..... ১৪৩

৭৩. সমস্ত নবীদের ইমাম..... ১৪৩

৭৪. ধৈর্য্যেশীলতা ১৪৬

৭৫. নবী (ﷺ)-এর যুগটা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ ১৪৭

৭৬. অসংখ্য নামের সাথে সিফাতযুক্ত ১৪৮

৭৭. শয়তান প্রকৃত রূপ ধারণ করতে পারে না ১৫০

৭৮. নবীকে গালি দেওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ১৫১

৭৯. সবচাইতে বেশি শাস্তি, বেশি আযাব ১৫১

৮০. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ.....১৫২

৮১. এই উম্মাহর জন্য কিছু বিষয় হালাল করা হয়েছে.....১৫২

৮২. মক্কা নগরী সম্মানিত করেন..... ১৫৩

৮৩. জান্নাতীদের অভিবাদন বিনিময়.....১৫৪

৮৪. অল্প আমলে অধিক নেকীদান..... ১৫৫

৮৫. শত্রুদের মনে ভীতি সৃষ্টি ১৫৬

৮৬. লজ্জাশীলতা ১৫৭

৮৭. নবী ও উম্মতের জন্য স্বাক্ষী..... ১৫৮

৮৮. করুণাপ্রাপ্ত উম্মত ১৫৮

৮৯. পূর্ববর্তী কিতাবের চেয়েও উৎকৃষ্ট ইলম কুরআনে বিদ্যমান ১৫৯

৯০. নবী (ﷺ) এর নাম ধরে ডাকা নিষিদ্ধ.....১৬১

৯১. চন্দ্র বিদীর্ণ.....১৬২

৯২. নিরক্ষরতা.....১৬২

৯৩. সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ ১৬৩

৯৪. এশার সালাতের মাধ্যমে মর্যাদা দান ১৬৪

৯৫. শবে কদর প্রদান ১৬৪

৯৬. হজ্জ ফরয করেছেন ১৬৫

৯৭. মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী জাতি..... ১৬৬

৯৮. উত্তরাধিকারী..... ১৬৮

৯৯. অসুস্থ হলে গোনাহ দ্রুত মোচন হয় ১৬৯

১০০. মোহরে নবুওয়্যাত প্রদান করেছেন ১৭০

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وحده، والصلاة و السلام على من لا نبي بعده، وعلى آله و صحبه و من والاه، أما بعد

"আলহামদুলিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যগুলো সীরাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ের উপর আমি কিছু আলোচনা করেছিলাম। সে আলোচনা গুলোর উপর ভিত্তি করে আরো কিছু তথ্য-উপাত্তসহ খুব সুন্দরভাবে বইটি রচনা করা হয়েছে। আমি পাণ্ডুলিপিটি একবার চোখ বুলিয়েছি। আশা করি এতে পাঠক অনেক উপকৃত হবেন ইন-শা-আল্লাহ"।

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
সহকারী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর, বাংলাদেশ

সংকলকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অ-গনিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি-যাকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ করা হয়েছে। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর, যারা ইসলামের জন্য ত্যাগ করেছেন নিজেদের সর্বস্ব।

আমি একটা বই লিখবো ভাবছিলাম, কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ) এর সম্পর্কে সীরাত লিখবো এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এক দ্বীনী ভাই আমাকে সীরাত সম্পর্কে বই লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর সেই সাথে ডঃ মোহাম্মদ ইমাম হুসাইন-এর লেকচার সমূহ থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়ায় বইটি লিখতে সহজ হয়েছে, তিনি বইটি প্রকাশ করার জন্য যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন। শুরু থেকে শেষ অবধি বইটি পাঠকের হাতে পৌছানো পর্যন্ত যারাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উভয় জগতে তাদের কল্যাণ দান করুন।

একটা পবিত্র, শুভ্র আর স্বপ্নময় জীবনের উপাখ্যান হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খুসুসিয়াত সমূহ বা খাসাইসে রাসূল (ﷺ) বা রাসূল (ﷺ) বৈশিষ্ট্য সমূহ।

বইটি লিখবার পিছনে আমার আরও উদ্দেশ্যে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সম্পর্কে, তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যত জানবো, পড়বো, বুঝবো, ততই শিরক,

সম্পাদকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

সংক্ষিপ্ত হামদ ও ছানা পেশ করছি মহান আল্লাহ তাআলার সমীপে যিনি দয়া করে আমাদেরকে উত্তম কর্মের একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন। অতঃপর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার সর্বোচ্চ আসনে আসীন ও সর্বোত্তম চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে ভূষিত, বিশ্বে আগত মানবজাতির নেতা, এমনকি শ্রেষ্ঠ মানবমণ্ডলী নবী-রাসূলগণেরও নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

অতঃপর কথা, "শতগুনে নবীজি (ﷺ)" শিরোনামে সংকলিত কিতাবটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। এতে প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধনী ও টিকা সংযোজনের কাজ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল দিক দিয়ে কামালিয়্যাত তথা পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁকে অন্যান্য সকল মানুষ এমনকি সকল নবী-রাসূলগণেরও নেতা বানিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কলামঃ ৪)

সকল নবী, রাসূল (ﷺ) এর উপর ঈমান আনবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যুগে যুগে যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সমস্ত নবী-রাসূলদের থেকে এই অঙ্গীকার বা ওয়াদা নিয়েছেন যে, যখন তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবে তখন তাঁরা রাসূল (ﷺ) এর উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে, সহযোগিতা করবে। একবার সমস্ত নবীদের থেকে সমস্ত রাসূলদের থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই ওয়াদাটা নিয়েছেন। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই ওয়াদাটা নেননি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির একটি প্রমাণ তিনি যে শেষ নবী। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী নেই, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই ওয়াদা নেওয়া হয়নি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে কারীমে বলেছেন,

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

“আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন

সাহাবীরা হল এই উম্মতের আমানাহ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন ততদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত আযাব ও ফেতনা থেকে সাহাবীদেরকে রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ সমস্ত আযাব এবং ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার বড় একমাত্র মাধ্যম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবার নবী (ﷺ) বলেন, আমার সাহাবীরা হল এই উম্মতের আমানাহ। অর্থাৎ আমার সাহাবীরা যতদিন আমার উম্মতের মধ্যে থাকবে ততদিন এই উম্মতের মধ্যে ফেতনা প্রবেশ করবে না।

মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

"আর আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন"। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৩৩]

তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী (ﷺ) এর বরকতে ওই উম্মতের উপরে কোন আযাব নাযিল করেননি। এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করেছেন,

জান্নাতের ভিতরে উচ্চস্থান প্রদান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

১.আল-ওয়াসীলা

২.আল-ফাদীলাহ

৩. মাকামে মাহমুদ দান করেছেন

আল-অছিলা জান্নাতের ভিতরে এমন একটি স্থান যে স্থানটি জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উন্নত, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে দান করেছেন আল-ফাদীলাহ। ফাদীলাহ মানে মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব। কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম যিনি শাফায়েত করবেন তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী (ﷺ) প্রথম মানুষ যাকে কবর থেকে উত্তোলন করবেন। এইভাবে কেয়ামতের ময়দানে তার অসংখ্য ফাদীলা, অসংখ্য মর্যাদা রয়েছে।

আর একটি স্থান হল মাকামে মাহমূদ বা প্রশংসিত স্থান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে কারীমে বলেছেন,

وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

“আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে”। [সূরা আল-ইসরা (বনী ইসরাঈল),আয়াত : ৭৯]

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাকামে মাহমূদের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। মাকামে মাহমূদ শব্দদ্বয়ের

হাওযে কাউসার প্রদান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাওযে কাউসার দান করেছেন।

হাউজে কাউসার আল্লাহ তা'আলা আর কোনো নবী রাসূলকে দেন নি। এটা একমাত্র খুসুসিয়াত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে কারীমে সূরা আল-কাউসার নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন।

اِنَّاۤ اَعۡطَيۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ ؕ

"নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার দান করেছি"। [সূরা আল-কাউসার, আয়াত : ১]

فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انۡحَرۡ

"কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন"। [সূরা আল-কাউসার, আয়াত : ২]

اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ

"নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ"। [সূরা আল-কাউসার, আয়াত : ৩]

অসংখ্য হাদীসে এই সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে তার মধ্যে থেকে কয়েকটি যেমন,

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ شَكَّ هُدْبَةُ

দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর জাগ্রত

আমরা যখন ঘুমাই আমাদের চোখ ঘুমায়-অন্তরও ঘুমায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন দুচোখ ঘুমাতো কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকতো। এ ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ হাদীস আছে এর মধ্যে,

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ قَالَ تَنَامُ عَيْنِيْ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

"আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রাহমান (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রমাযান মাসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাত কেমন ছিল? 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগারো রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন। এ চার রাক'আত আদায়ের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর আরো চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর সালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার চোখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না"। [সহীহ বুখারী: ৩৫৬৯, সহীহ মুসলিম: ৭০৬]

অঙ্গ-প্রতঙ্গে শুভ্রতা দান

এই উম্মত কিয়ামতের ময়দানে শুভ্র অঙ্গ- প্রতঙ্গ হয়ে আসবেন।

ওযুর অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কিয়ামতের ময়দানে শুভ্রতা দান করবেন। এগুলো থেকে আলোর নূর বের হবে, দেখেই বোঝা যাবে উম্মতে মুহাম্মদী। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে তার মধ্যে একটি,

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ » نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ » .

“হুযাইফাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার হাওয (হাওযে কাওসার) আইলা থেকে আদান এর দূরত্ব পরিমাণ দীর্ঘ। সে মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তা থেকে কিছু মানুষকে এমনভাবে তাড়াবো যেমন কোন ব্যক্তি অপরিচিত উটকে তার পানির কূপ থেকে তাড়িয়ে দেয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সেদিন আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওযুর প্রভাবে তোমাদের চেহারা ও হাত-পা থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হবে। এটা তোমাদের ছাড়া অন্য উম্মতের জন্যে হবে না”। [সহীহ মুসলিম : ২৪৮]

সাওমে বেসাল বা অনবরত রোজা

শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সাওমে বেসাল বা অনবরত বা একাধারে রোজা রাখাকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বৈধ করে দিয়েছেন। উম্মতের জন্য বৈধ নয়। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى، أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى»

"তোমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। লোকেরা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল করেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয়, (অথবা বললেন) আমি পানাহার অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি"। [সহীহ বুখারী : ১৯৬১, সহীহ মুসলিম : ১১০৪]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বেসাল পালন করতে নিষেধ করেছেন। তখন লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল করেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয়, (অথবা বললেন) আমি পানাহার অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি"। [সহীহ বুখারী : ১৯৬২]

সমস্ত মানুষের জন্য রাসুল (ﷺ)-এর স্ত্রীগণকে বিবাহ করা হারাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্যদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। পৃথিবীর যেকোন মহিলার স্বামী মারা গেলে ওই মহিলাকে অন্যদের জন্য বিবাহ করা হালাল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের বিবাহ করা অন্যদের জন্য হারাম। এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۭاِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۡ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۗءِ حِجَابٍ ۭ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ۭ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۭاِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাবার-দাবার তৈরীর জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করো তারপর খাওয়া শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। নিশ্চয় তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কারণ তিনি তোমাদের ব্যাপারে (উঠিয়ে দিতে) সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার

নবুওয়্যাতের দলিল-কুরআন

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন,

وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

"আর আমরা তো আপনাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন"। [সূরা আল-হিজর, আয়াত : ৮৭]

ওহীর প্রকারভেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রকম ওহি দেওয়া হয়েছে। একটি কুরআন অপরটি হাদিস।

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলছেন,

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

"আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহ, মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর হিদায়েত, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে হিদায়েত করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন হিদায়েতকারী নেই"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত : ২৩]

আসমানের দরজার উপরে যাওয়া প্রতিবন্ধকতা

মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন,

وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا

"এও যে, আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ"। [সূরা আল-জ্বিন, আয়াত : ৮]

وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا

"এও যে, আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়"। [সূরা আল-জ্বিন, আয়াত : ৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ. قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ. يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ. وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ. فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ، قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأَرْضِ. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ. فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ، فَيَكْذِبُ

নবী (ﷺ)-এর যুগটা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ

আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো যুগ আছে সমস্ত যুগের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগটা হল সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। রাসূল (ﷺ)বলেছেন, আমি যে যুগে আছি সেটা হল পৃথিবীর সমস্ত যুগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . قَالَ وَلاَ أَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ » ثُمَّ يَنْشَأُ أَقْوَامٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

“ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যে যুগে যাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছি সেই যুগের আমার উম্মাতই হল শ্রেষ্ঠ; তারপর তাদের পরবর্তী যুগের লোক। বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয় যুগের কথা বলা হয়েছে কি-না তা আমি জানি না। তারপর এমন কিছু মানুষের আগমন ঘটবে যাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া না হলেও তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে। তারা খিয়ানাত করবে, আমানাত রক্ষা করবে না এবং তাদের মধ্যে মোটা দেহ বিশিষ্ট মানুষের বিস্তার ঘটবে”। [সুনানে আত-তিরমিজী : ২২২২]

عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ

নবী ও উম্মতের জন্য স্বাক্ষী

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

“আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন। আর আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমরা এ উদ্দেশ্যে কেবলায় পরিণত করেছিলাম যাতে প্রকাশ করে দিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিশ্চিত কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ১৪৩]

করুণাপ্রাপ্ত উম্মত

করুণাময় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন,

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ؗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ